উলঙ্গ রাজা

BANGLADARSHAN.COM

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কোন্ দিকে ফিরাবে চক্ষু

ফিরাবে বিমল চক্ষু, কোন্ দিকে ফিরাবে?
কার হাতে রক্ত নেই?
তুমি খুব দূরের মৃত্তিকা থেকে অবেলায়
স্বদেশে ফিরেছ; তুমি জেনে গেছ–
এমন সাবান কোন কারখানায় প্রস্তুত হয় না,
যা সেই রক্তের দাগ মুছে দিতে পারে।

মোছে না দুঃস্বপ্নগুলি; না শহরে, না গ্রামে কিংবা
অন্যত্র কোথাও।
নদী তার তরঙ্গমালায়
তিরস্কার হানে, মগ্ন অপরাহ্নে নির্জন পাহাড়ে
হঠাৎ নোটিস জারি হয়ে যায়;
যে আছ যেখানে, দূরে থাকো।
কিছু প্রশংসার বাণী মাটির ভিতরে পুঁতে রাখতে চেয়েছিলে;
যেখানেই রাখো,
মৃত্তিকার রং খুব সন্দেহজনক বলে মনে হয়,
কোথাও রক্তের দাগ মিলিয়ে যায় না।

ফিরাবে বিমল চক্ষু, কোন্‌দিকে ফিরাবে?
কোন্‌খানে যাবে?
সর্বত্র অঢেল জমি পড়ে আছে,
থাক,
বিমান-সেবিকা কিংবা পর্যটন-বিভাগের নারী
সর্বত্র সুন্দর হাসি উপহার দেয়,
দিক,
চিত্ত কোনোখানে গিয়ে রক্তহীন বিশ্রাম পায় না।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

লক্ষণ-বিচার

নাড়ি টিপলেন, জিভ টানলেন, নল লাগিয়ে ছেলেটার
বুক-পিঠের শব্দ শুনলেন,
তারপর
মাথা চুলকে ডাক্তারবাবু বললেন,
“কিছুই তো বুঝতে পারছিনে।
লক্ষণ কিছু-কিছু পাচ্ছি বটে,
কিন্তু সেগুলি রোগের লক্ষণ, না ওষুধের,
সেইটেই ঠিক ধরা যাচ্ছে না।”

আগে যাঁদের দেখিয়েছিলুম, তাঁদের যাবতীয়
প্রেসক্রিপশনের তাড়া উঁচিয়ে আমি বললুম,
“তা হলে?”

হাত উলটে ডাক্তারবাবু বললেন,
“আপাতত হপ্তাখানেক ও-সব ওষুধ-বিষুধ বন্ধ থাক্,
তারপর একবার নিয়ে আসবেন।”

রাস্তায় নেমে বাস পেলুম না,
কোথায় কী গণ্ডগোল হয়েছে, তাই
বাস-ট্রাম বন্ধ।
বাতাসে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ,
কাছে কোথাও আচমকা একটা পটকা ফাটতেই
কটাকট কটাকট তার জবাব পাওয়া গেল।
বললুম, “লক্ষণ ভাল নয়।”
ছেলে বলল,
“রোগের, না ওষুধের, সেইটেই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।”

১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

বুকের ভিতর থেকে

চিরদিন ওইখানে ছিল না,
জানালা-কপাট-ঘর-বারান্দাসমেত এই বুকের ভিতরে ছিল–
অট্টালিকা।
তাকে আমি বাহিরে এনেছি,
প্রতিষ্ঠা দিয়েছি ওই মাঠের উপরে।

সমুদ্র তোলপাড় করে
অন্য পৃথিবীর দিকে ছুটে যায় বিশাল জাহাজ।
সেও
চিরদিন ওইখানে ছিল না,
আডেক-মাস্তুল এই বুকের ভিতরে ছিল।
তাকে আমি ভুবন দেখাব বলে
বাহিরে এনেছি,
মুক্তিপত্র লিখে দিয়ে অর্পণ করেছি ওই জলে।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু স্থির হর্ম্য কিংবা চলিষ্ণু জাহাজ নয়।
বিশ্বময়
যা-কিছু দাঁড়িয়ে আছে, অথবা চলেছে অন্যদিকে–
সবই এই বুকের ভিতরে ছিল।

এখনও অনেক সঙ্ঘ-সমিতি ও উত্থান-পতন,
অভিষেক, নির্বাসন,
চুম্বন, গোলাপ, সন্ধি, আন্দোলন, রক্তপাত
বুকের ভিতরে অন্ধকারে
সারি বেঁধে প্রতীক্ষানিরত। আমি
একে-একে
তাদের সবাইকে সেই অন্ধকার থেকে
বাহিরে আলোর মধ্যে
মুক্তি দেব।

যেখানে মানায় যাকে, সেইখানে
প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য।
প্রণয়, সংগ্রাম, হিংসা—সমস্ত কিছুকে
ঘটনায় ঘটিয়ে দেবার জন্য।

২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

উলঙ্গ রাজা

সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে: শাবাশ, শাবাশ!
কারও মনে সংস্কার, কারও ভয়;
কেউ-বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে;
কেউ-বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক;
কেউ ভাবছে, রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে
পড়ছে না যদিও, তবু আছে,
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।

গল্পটা সবাই জানে।
কিন্তু সেই গল্পের ভিতরে
শুধুই প্রশস্তিবাক্য-উচ্চারক কিছু
আপাদমস্তক ভিতু, ফন্দিবাজ অথবা নির্বোধ
স্তাবক ছিল না।
একটি শিশুও ছিল।
সত্যবাদী, সরল, সাহসী একটি শিশু।

নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়।
আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু;
জমে উঠছে
স্তাবকবৃন্দের ভিড়।
কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি
ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না।

শিশুটি কোথায় গেল? কেউ কি কোথাও তাকে কোনো
পাহাড়ের গোপন গুহায়
লুকিয়ে রেখেছে?
নাকি সে পাথর-ঘাস-মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে

BANGLADARSHAN.COM

ঘুমিয়ে পড়েছে
কোনো দূর
নির্জন নদীর ধারে কিংবা কোনো প্রান্তরের গাছের ছায়ায়?
যাও, তাকে যেমন করেই হোক
খুঁজে আনো।
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
সে এসে একবার এই হাততালির ঊর্ধ্বে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক:
রাজা, তোর কাপড় কোথায়?

৩ পৌষ, ১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

এখন প্রার্থনা

যে আমার বন্ধু, আমি যেন তার বন্ধুতালাভের
যোগ্যতা অর্জন করি।
যে আমার শত্রু, যেন সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার
যোগ্য হয়।
শত্রুমিত্রনির্বিশেষে যেন স্বভাবের
সমস্ত ক্ষুদ্রতা আমি সমূহ বর্জন করি।
যা আমার ভোগ্য, যেন সকলজনের ভোগ্য হয়।
উদ্যত রয়েছে ছুরি, থাকুক, তা নিয়ে
ভাবনা করি না।
কী লাভ স্বপ্নের মধ্যে রক্তহীন প্রাসাদ বানিয়ে,
রক্ত যে অমোঘ—আমি জানি।
যা নয় নিবার্য—সেই নিয়তির জন্য তাই চিন্তায় ধরি না
লেশমাত্র ভয়।
নিদ্রার মুহূর্তে শুধু এই শেষ প্রার্থনা আমার:
যে-হাত তুলেছে ছুরি, যেন সেই উদ্যত কঠিন হাতখানি
লোহা তামা পিত্তল কি সিসার বদলে
মাংস ও শোণিতে গড়া হয়।

৮ ফাল্গুন, ১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

ছদ্ম-শৈশবের বিরুদ্ধে

একে-একে সবকিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, আমি
আপাতত এই শিশুপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ালুম।
বলিষ্ঠ জোয়ান যুবা, একদা অবশ্য ছিলে ছোটো,
আজ অনুগ্রহ করে বড়ো হয়ে ওঠো,
ছাড়ো এই অসহ্য খোকামি,
বাঘের গভীর কণ্ঠে একবার গর্জাও—হালুম।

১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

না এলে না-ই বা এলে

না এলে না-ই বা এলে, তাই বলে কি এ-জন্মে আমার
পরিত্রাণ নেই?
তুমি যত ধোঁকা দাও, তুমি যত
চালাক মাছের মত দূরে-দূরে ঘোরাফেরা করো,
আমারও ততই
জেদ বেড়ে যায়, আমি
শব্দনির্বাচনে তত সতর্ক হবার চেষ্টা করি।
ডাইনে-বাঁয়ে জমে আছে শব্দের পাহাড়। আমি
একদিক থেকে একটি ইচ্ছুক পাথর তুলে এনে–
যে-রকম জুতো জামা ইত্যাদির মিলন ঘটানো হয়,
সেইরকম–
অন্য পাথরের সঙ্গে তার
জোড় মেলাবার চেষ্টা করি,
ক্রমাগত ক্রমাগত চেষ্টা করি,
কিন্তু জোড় কিছুতে মেলে না।

তুমি একবার মাত্র হাতের মুঠোয় এসেছিলে
সুদূর শৈশবে;
তারপর একবারও এলে না।
যেমন আকাশ থেকে কবুতর মাটিতে, অথবা
দূর অরণ্যের ফুল বারান্দার টবের চারায়
দৈব নিয়মের মতো প্রতিদিন
নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসে, সেইরকম আর
একবারও এলে না তুমি।

না এলে না-ই বা এলে, তাই বলে কি বিকল্পে আমার
পরিত্রাণ নেই?
সম্প্রতি দু'বার আমি দূর থেকে তোমাকে দেখলুম;
একবার আগ্রার এক ভগ্ন মিনারের শীর্ষে সন্ধ্যার আগুনে,
একবার পুরীর

BANGLADARSHAN.COM

দীপ্র মরকতক্রান্তি তরঙ্গমালায়।
দেখলুম, এখনও তুমি একাধারে
হরিচন্দনের মতো জ্বলন্ত এবং
জলজ পুষ্পের মতো কমনীয় রয়ে গেছ। সেই
মুখশ্রীকে আমি
শব্দের ভিতরে ধরে রাখতে চাই, আমি
শব্দে-শব্দে তাই জোড় বাঁধতে চাই, তবু
বাঁধতে পারি না।
অথচ নিশ্চিত জানি, রক্ত ও মাংসের সেই মূর্তিকে যদি না
হাতে পাই, তবে তাকে শব্দের ভিতরে
সমূহ ফোটাতে হবে, না-ফোটালে এ-জন্মে আমার
পরিত্রাণ নেই।

১৪ ফাল্গুন, ১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

প্রাকৃত বচন

গাছ নিয়ে লিখবেই যখন,
গাছগুলি চিনে নাও।
দেখে রাখো, এইটে অশ্বত্থ, ওইটে জারুল, ওইটে
মহানিম।

কিংবা যদি শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে কবিতায়
ফুলের উল্লেখ করো, তবে
উদ্যানে-অরণ্যে গিয়ে চিনে নিতে হবে
কোন্‌টা কোন্‌ ফুল।
মনে রাখতে হবে, এইটে অতসী, এইটে
আকন্দ, ওইটে
হাস্নুহানা।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যাধির ওষুধ আছে প্রকৃতির ভিতরে, হয়তো
তারই জন্যে কবিতায় বারবার
জোর দিয়ে
প্রকৃতির কথা বলতে চাও।
বলবার দরকার আছে, সন্দেহ করি না।
কিন্তু খুকুমণি,
তার আগে প্রকৃতিকে ভাল করে জেনে নাও।
চিনে রাখো,
কোন্‌টা বিষলতা আর কাকে বলে বিশল্যকরণী।

ফাল্গুন, ১৩৭৬

উলঙ্গ রাজা–২

সমস্ত আকাশ আজ
নিতান্ত ছাপোষা এক গৃহস্থের
কলঘরের ক্লিন্ন অন্ধকারে
মরে পড়ে আছে।

১৯ ফাল্গুন, ১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

অকাল-সন্ধ্যা

ব্যাসবাক্য মিথ্যা নয়।
পরবর্তী কবিরাও মৌসলপর্বের অন্ত্য ঘটনার বর্ণনায়
অসত্যের আশ্রয় নেননি। তাঁরা
যথাসাধ্য ব্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই
যা-কিছু বলবার বলেছেন।
ব্যাখ্যা বহুবিধ, কিন্তু তথ্য এক।
সত্যি সেই সংকটের মুহূর্তে একটিও
দিব্যাস্ত্র আমার
স্মৃতির সড়কে, অন্ধকারে
ভাসিত হয়নি।
ব্যাসবাক্য মিথ্যা নয়, সে-কথা আমার চাইতে বেশি আর কে জানে, তবুও
মাঝে-মাঝে
নিজেকে জিজ্ঞাসা করি,
স্মৃতিভ্রংশ না-হলেই আমি কি সেদিন
শরযোজনার জন্য
ধনুকে টান্ করে ছিলা পরাতে পারতুম?
স্মৃতিভ্রংশে নয়,
অন্যত্র আমার লজ্জা, অন্যত্র আমার পরাজয়।

কুরুক্ষেত্র শান্ত, মহাযুদ্ধের আগুন
কবেই নিবেছে।
তবুও যাদের কথা ভেবে আমি সাগ্রহে আবার
পরেছি যুদ্ধের সজ্জা,
যাদের সম্মানরক্ষা করবার মানসে আমি গাণ্ডীবে সেদিন
জ্যারোপণ করতে গিয়েছিলুম, যখন
তারাই অনেকে—অগ্নিকুণ্ডের-উদ্দেশে-ধাবমান
মূর্খ পতঙ্গের মতো—
লাস্যভরে
লুঠেরা-দলের দিকে চলে গেল,

BANGLADARSHAN.COM

তখন, স্বীকার করি, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার
শরসন্ধানের কোনো ইচ্ছাই ছিল না।

ব্যাসদেব আমাকে নিমিত্তমাত্র ভেবেছেন।
অন্যেরাও বিশ্বাস করেন, আমি
কৃষ্ণের ইচ্ছার
অধীন পুতুলমাত্র, তাঁরই অভিপ্রায়ে
একদা অসংখ্য মহারথীকে পরাস্ত করে তারপর
জীবনসন্ধ্যায়
সামান্য দস্যুর হাতে পরাস্ত হয়েছি, এতে
আমার গৌরব কিংবা অগৌরব–কোনোটাই নেই।
কিন্তু যদি তা-ই হবে, তা হলে এখনও
এত শত বর্ষ যুগ অতিক্রান্ত হবার পরেও
পিছনে তাকালে
চোখের ভিতরে কেন জ্বালা করে ওঠে? কেন
সেই দূর ধূসর সন্ধ্যার স্মৃতি আজও
তীক্ষ্ণ শলাকার মতো
বুকের ভিতরে বিঁধে আছে?

BANGLADARSHAN.COM

কৃষ্ণ, তুমি যেখানেই থাকো,
জেনে রাখো,
নিতান্ত নিমিত্ত নই, আমারও উদ্যম
অথবা নৈরাশ্য বলে কিছু ছিল;
ইচ্ছা ও অনিচ্ছা ছিল। জেনে রাখো,
অর্জিত বিশ্রাম ছেড়ে যাদের রক্ষার জন্য আমি
প্রবীণ বয়সে
তপ্ত বালুকার পথ, নদী ও পাহাড়
পার হয়ে ছুটে গিয়েছিলুম সমুদ্রতীরে, তারা অনেকেই
অর্জুনের হাত ধরে
নিরাপদ ভূমিতে উত্তীর্ণ হতে চায়নি, অনেকে
সেই ঘোর সংকটের মুহূর্তে সেদিন–
অর্জুনকে নয়–

অরণ্যের একদল আভীর দস্যুকে
প্রাপণীয় প্রেমিকপুরুষ বলে সাগ্রহে বরণ করেছিল।
জেনে রাখো,
কোথায় আমার লজ্জা, কোথায় আমার পরাজয়।

না, কোনো তস্কর কিংবা দস্যু নয়,
ব্যাখ্যার অতীত সেই অকাল-সন্ধ্যায়
কোনো লুঠেরার হাতে অর্জুন সেদিন পঞ্চনদের অঞ্চলে
পরাস্ত হয়নি।
যাদের জয়ের জন্য অশক্ত শরীরে আমি গাণ্ডীবের ছিলা
টান্ করে বাঁধতে গিয়েছিলুম, তারাই
আমাকে সেদিন
অরণ্যের অন্ধকারে হারিয়ে দিয়েছে।

২২ চৈত্র, ১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

যাত্রাবদল

চোখের পলকে তুমি সব রাস্তা ভণ্ডুল করেছ।
উত্তরে যাবার কথা ছিল যার,
খানিক এগিয়ে,
নোটিস পড়েছে তার চোখে:
সামনে আর রাস্তা নেই।
অগত্যা, কী আর করা,
পথের পাশের গাছতলায়
খানিক জিরিয়ে নিয়ে সে এখন দক্ষিণে চলেছে।
দক্ষিণে যে চলেছিল, তাকেও বলেছ তুমি: ফিরে যাও।
নিরুপায়, তাকে যাত্রা পালটিয়ে এখন
উত্তরাখণ্ডের পথে যেতে হবে।

BANGLADARSHAN.COM

চোখের পলকে তুমি সব রাস্তা ভণ্ডুল করেছ।
ইচ্ছা ছিল, দিনান্তে এবারে
শান্ত পায়ে
সন্ধ্যামালতীর দিকে হেঁটে যাব।
যেতে তুমি দিলে না। হঠাৎ
সেই দিকে ঠেলে দিলে,
বিধবা রাত্রির শূন্য সিঁথিতে যেখানে
সূর্য এসে
সিঁদুর পড়িয়ে দেয়।
ভণ্ডুল করেছ তুমি সব রাস্তা,
সব ইচ্ছা-অনিচ্ছার মুণ্ড তুমি ঘুরিয়ে দিয়েছ।

বৈশাখ, ১৩৭৭

এরিক শিপটনের ব্যাধি

ফাতনার দিকে চোখ রেখে আমি বসে ছিলুম।
আর সেই ফাতনার উপরে বসে ছিল
লালে-হলুদে ডোরাকাটা, ছোট্ট একটা
ফড়িং।
ফড়িংটা হঠাৎ পাখনা কাঁপিয়ে উড়ে যেতেই
আমিও অমনি ছুট লাগালুম তার পিছনে।
ফাতনা ছেড়ে ফড়িং ধরলুম,
ফড়িং ছেড়ে
মস্ত একটা গাছ,
তারপর
গাছটার বুকের থেকে মাথার দিকে
উঠতে গিয়ে দেখি,
ওমা, নীলে-নীলে আকাশটা একেবারে
টইটম্বুর হয়ে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

আমি এর নাম দিয়েছি ‘এরিক শিপটনের ব্যাধি।’
বিখ্যাত সেই মানুষটিকে আপনারা
বিলক্ষণ চেনেন। তিনি
পাহাড়ের চুড়োর দিকে উঠতে-উঠতে প্রায়ই,
যাত্রা পালটে, অন্য পথে
নীচে নামতেন। এক-রহস্যের দিকে
এগোতে-এগোতে
আর-এক রহস্যের আভাস মিলবামাত্র
ছুট লাগাতেন আর-এক পথে।

ব্যাধি নয় তো কী?
এরিক শিপটনের এই ব্যাধির থেকে এখন আমার
মুক্ত হওয়া চাই।
ফড়িংটা অভিমান করুক,
রাগে কাঁপতে থাকুক গাছের ডালপালা,

আকাশের বুকটা অপমানে জ্বলতে-জ্বলতে
খাক হয়ে যাক।
তবু আমি আর ওদের দিকে তাকাব না।
শুধু ওই
ফাতনার দিকে চোখ রেখে
চুপ করে
সারাটা দিন বসে থাকব।
দেখি, সেয়ানা সেই মাছটাকে আমি
জল থেকে
তুলে আনতে পারি কি না।

১০ বৈশাখ, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

ভিতর-মহল

তুমি যত বাহিরে আঘাত হানো,
ভিতরে-ভিতরে
আমার প্রতিজ্ঞা তত জোর পায়।
প্রকাশ্য সভায়
তুমি যত
হাততালি-জমানো ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাও,
ততই আমার
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেড়ে যায়
নিজের উপরে।

আসলে কথাটা এই, দরকারমতন আমি
ফিরে আসতে পারি, ফিরে আসি
নিজের নিতান্ত কাছে,
একান্ত নিজস্ব এই ঘরে।
ব্যর্থ হয়ে যায় তাই তোমার বিদ্রূপ, হাসাহাসি।
এসো হে, নিজের চোখে দেখে যাও,
বাহিরে সূর্যকে তুমি নিবিয়ে দিয়েছ,
তবু এই ভিতর-বাড়িতে
ভোর হয়ে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

১৮ বৈশাখ, ১৩৭৭

কাচের গুঁড়ো

শব্দ ফাটছে কাছেপিঠে, শব্দ ফাটছে দূরে;
রক্ত ঝরছে দিবসরাত্রি
সারা শহর জুড়ে।
তারই মধ্যে স্বপ্ন দিয়ে কেউ বানাচ্ছে বাড়ি,
কেউ শুকোচ্ছে রেলিংয়ে নীল শাড়ি।
এবং কারা গদ্যে-পদ্যে
ঘুরছে-ফিরছে তারই মধ্যে,
তুলতে চাইছে নতুন করে দেবালয়ের চুড়ো।
আমরা দেখছি, তাদের
পায়ের তলায় ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাচের গুঁড়ো।

২১ বৈশাখ, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

ভয় করলেই ভয়

চলো, বেরিয়ে পড়ি।
আকাশ এখন ক্রমেই আরও রেগে যাচ্ছে।
যাক্।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।
রাস্তাময়
ইঁটের টুকরো, বোতল-ভাঙা কাচের গুঁড়ো
ছড়িয়ে আছে। থাক্।
যার যা ইচ্ছে করুক।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।
একটু-আধটু রক্ত হয়তো ঝরতে পারে। ঝরুক।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।
চলো, বেরিয়ে পড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

দেখো, ঠিক আমরা পৌঁছে যাব।
এসো, যাই।
ঘরের মধ্যে
হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে
কে কবে কোন্‌খানে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে?
চলো, বেরিয়ে পড়ি।

জানি, রাস্তা এখন ক্রমেই আরও তেতে উঠছে।
উঠুক।
ঘরই জ্বলে, রাস্তা কে আর জ্বালায়?
দেখতে পাচ্ছি,
ওদের চোখে বিন্দু-বিন্দু রক্ত ফুটছে।
ফুটুক।
কাউকে একবার ঘুরে দাঁড়াতে দেখলেই ওরা পালায়।
ওদের মারমুখো ওই ভঙ্গিটা তো আর কিছু নয়,
লোক-দেখানো লোক-ঠকানো

ছলা।

চলো বেরিয়ে পড়ি।

ভয় করলেই ভয় করলেই ভয়, নইলে দেখো,

কিচ্ছু না, কাঁচকলা।

৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

আগুনের দিকে

রাস্তাগুলি ক্রমে আরও তপ্ত হয়।
স্বজন, সঙ্গীর সংখ্যা
ক্রমে আরও কমে আসে।
হাতের মুদ্রায় তবু জাগিয়ে রেখেছ বরাভয়।
হাওয়ার ভিতরে তবু ভাসে
তোমার সৌরভ।
আর তাই
চতুর্দিকে ছত্রাকার ধড়মুণ্ড-আলাদা-করা শব
দেখেও আমাকে
এগিয়ে যেতেই হয়, আগুনের দিকে
এগিয়ে যেতেই হয়।

৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

জোড়া খুন

লোভ আমাকে অরণ্যের দিকে টেনে আনে।
তারপর
অচেনা সেই অরণ্যের মধ্যে
ভয় আমাকে দিগ্বিদিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।
আমি ঠিক করেছিলুম,
আমার এই যুগল-শত্রুকে আমি শেষ না করে ছাড়ব না।
আগে আমি লোভের মরামুখ দেখব।
তারপর ভয়ের।

কিন্তু দ্যাখো, কী আশ্চর্য,
লোভের গলায়
আমার দীর্ঘ ও শাণিত ছুরিখানাকে আমূল বিঁধিয়ে দিয়ে
যেই আমি চেঁচিয়ে বলে উঠেছি,
“কিছুই আমি চাই না,”
ভয়ও অমনি, চুপসে-যাওয়া একটা বস্তার মতো, আমার পায়ের তলায়
লুটিয়ে পড়ল।

কখন আলো ফুটেছে, আমি জানি না।
আমি শুনতে পাচ্ছি,
দূর থেকে ভেসে আসছে সূর্যোদয়ের গান।
উদ্দীপক সুরার মতো
সেই গানের সুর ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার রক্তে।
শরীরটা খুব হালকা লাগছে।
মনে হচ্ছে,
একটা মস্ত বড় ব্যাধির থেকে আমি মুক্ত হয়ে উঠলুম।

আমার সামনে ছিল লোভ।
আমার পিছনে ছিল ভয়।
আমি ভেবেছিলুম,
একে-একে আমি তাদের মোকাবিলা করব।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু তার আর দরকার হল না,
একজনকে আক্রমণ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখতে পেলুম,
অন্যজনও ফতুর হয়ে গেছে।

আবীরের থালা হাতে নিয়ে আকাশ আমার মুখ দেখছে।
পাখিরা আমার বন্দনা গাইছে।
বৃক্ষ ও লতা বাতাসে নত হয়ে
নমস্কার করছে আমাকে।
জোড়া খুন সমাধা করে, বাঁ পায়ের লাথি মেরে
আমার দুই জন্মশত্রুর মৃতদেহকে একটা নালার মধ্যে ঠেলে দিয়ে
শিস দিতে দিতে
অরণ্য থেকে আমি বেরিয়ে এলুম।

২৫ আষাঢ়, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

যার জন্যে, তার জন্যে

আমি তোমার হয়ে অস্ত্রধারণ করতে আসিনি।
আমি তোমাকে সাহস দিতে এসেছি।
আমি তোমাকে বলতে এসেছি:
আলো ফুটবার এই আগের মুহূর্তই
সবচাইতে অন্ধকার।

আমি জানি, তোমার সংসারই তোমার শেষ দুর্গ।
আমি দেখছি,
নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে
তোমার দুর্গদুয়ারে তুমি দাঁড়িয়ে আছে।
প্রান্তর গোপন করেছে তার হাওয়া,
পুষ্প গোপন করেছে তার গন্ধ।
বিশ্ব-চরাচর
রুদ্ধ নিশ্বাসে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

দ্যাখো, আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।
তোমার অস্ত্র
আমার হাতে তুলে নেবার জন্যে নয়।
তোমার প্রতিজ্ঞা তোমাকেই রাখতে হবে,
এই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্যে।
দ্যাখো, দিগন্ত থেকে
হঠাৎ আবার ফুলের গন্ধ নিয়ে ছুটে আসছে
হাওয়া।

আষাঢ়, ১৩৭৭

কবিতা ’৭০

এক-একটা কবিতা যেন সুতানুটি-গোবিন্দপুরের
রাত্রিকে ফিরিয়ে আনে।
এক-একটা কবিতা যেন অকস্মাৎ
টান্ মেরে হটিয়ে দেয় ময়দানের সবুজ গালিচা।
গঙ্গাসাগরের দিকে অগ্রসরমাণ যাত্রিবোঝাই নৌকাকে
এক-একটা কবিতা যেন অকারণ আক্রোশে হঠাৎ
তরঙ্গে ডোবাতে চায়।
এক-একটা কবিতা যেন রমণীর নখে, ওষ্ঠে, জঙ্ঘাদেশে, হাতের মুদ্রায়
বিষাক্ত ফুলের মতো ফোটে।
এক-একটা কবিতা যেন ঝড়ের ভিতরে হয়ে ওঠে
নিয়তির কণ্ঠস্বর।

কয়েকটা দিনের জন্য মফস্বল-বাংলায় সফর
সেরে নিয়ে
কবিতা আবার এই নগরের কেন্দ্রে ফিরে আসে।
দুলে ওঠে ঘর-দুয়ার।
জাদুঘর, রঙ্গালয়, ফুটবল-গ্যালারি, স্কাইস্ক্রেপারের পাশে
এক-একটা কবিতা গিয়ে হানা দেয়, আর
আতঙ্ক ঘনিয়ে ওঠে চারিধারে।
এক একটা কবিতা গিয়ে ফেটে পড়ে চৌরঙ্গীপাড়ায়।
বৃক্ষেরা আমূল কাঁপে, ভয়ার্ত পাখিরা
ঝাঁকে-ঝাঁকে
বিপন্ন আশ্রয় ছেড়ে রাত্রির আকাশে উড়ে যায়।

ভিতরে তাকাই, ভাবি
যা হলে সবাই খুব খুশি হত, যা হলে সমস্ত দিক রক্ষা পেত, আজ
কালবৈগুণ্যের ফলে
এক-একটা কবিতা যেন কিছুতেই তেমন হচ্ছে না।

BANGLADARSHAN.COM

বাহিরে তাকাই, দেখি
হলুদ-সবুজ-লাল হলুদ-সবুজ-লাল
ট্রাফিক-বাতির ত্রিনয়ন
জ্বলছে নিবছে জ্বলছে নিবছে। অথচ কোথাও
কোনো যানবাহনের চিহ্ন নেই।

ফুটপাথে ভিখারি নেই। রাস্তাগুলি খাঁখাঁ করছে। প্রধান গির্জার
গা বেয়ে জ্যোৎস্নার ধারা নেমেছে ফুটপাথে।
তারই মধ্যে একদিকে নিরন্তর
ট্রাফিক-বাতির দণ্ড চৌমাথায় চোখ মারে। অন্য দিকে
বঙ্গোপসাগর থেকে হুহু করে ছুটে আসে হাওয়া;
মধ্যরাতে
আচমকা কাঁপিয়ে দেয় কলকাতার বুকের পাঁজর।

৫ শ্রাবণ, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে, কলকাতা

ভালবাসার জন্যে ভালবাসা,
তা ছাড়া আর কী,
এই কথাটাই বোকার মতো গোপন করেছি
কলকাতা শহরে।

বুকের মধ্যে খাঁখাঁ করছে প্রচণ্ড পিপাসা।
অথচ কলঘরে
জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় ফোঁটায়।
অন্দরে তোর সদর তোলে মাথা,
হারে রে কলকাতা,
দুধের বিন্দু শুকিয়ে আছে বুকের শুকনো বোঁটায়।

যাওয়ার জন্যে যাওয়া যেমন, আসার জন্যে আসা,
তেমনি ভালবাসা।
তেমনি করেই ফিরেছি তোর বিষণ্ণ কলঘরে।
দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, আবার কাছে আসি,
ভালবাসার জন্যে ভালবাসি।
তা ছাড়া আর কী!
এই কথাটাই বোকার মতো গোপন করেছি
কলকাতা শহরে।

৩ ভাদ্র, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নে-দেখা ঘরদুয়ার

পুকুর, মরাই, সবজি-বাগান, জংলা ডুরে শাড়ি,
তার মানেই তো বাড়ি।
তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ,
নিকিয়ে-নেওয়া উঠোনখানি রোদ্দুরে টান্-টান্।
ধান খুঁটে খায় চারটে চড়ুই, দোলমঞ্চের পাশে
পায়রাগুলো ঘুরে বেড়াই ঘাসে।
বেড়ালটা আড়মোড়া ভাঙছে; কুকুরটা কান খাড়া
করে শুনছে, কথা বলছে কারা।
পুবের সূর্য পশ্চিমে দেয় পাড়ি,
দুপুরবেলার ঘুমের থেকে জেগে উঠছে বাড়ি।

লাঠির ডগায় পুঁটলি বাঁধা, অনেকটা পথ ঘুরে
লোকটা যাচ্ছে দূরের থেকে দূরে।
ওর চোখেও কি এমনি একটা বাড়ির স্বপ্ন টানা?
ওর মনেও কি গন্ধ ছড়ায় গোপন হাসুহানা?
ও বড়ো বউ, ডাকো, ওকে ডাকো,
ওই যে লোকটা পার হয়ে যায় কাঁসাই নদীর সাঁকো।

৮ ভাদ্র, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

বুঝতে পারি না

সবকিছুই কি পিছনে পড়ে রইল?
চোখে ধাঁধা লাগে, ভাবনায় তালগোল পাকিয়ে যায়,
কোনো কিছুই যেন
ঠিকমতো আর বুঝে উঠতে পারি না।
সবকিছুই কি পিছনে পড়ে রইল?
সব শব্দ, সব গন্ধ, সব দৃশ্য, সব স্বাদ?

আমার সামনে এখন দৃশ্যবিহীন শূন্যতা।
আমার ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে তাকাই,
না দেখি কোনো ফুল,
না শুনি কোনো গান।
হাত বাড়িয়ে কোনো কিছু ছুঁতে পারি না।
জিভটাও সেই তখন থেকে
শুকনো আর খরখরে হয়ে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

তবে আমি এতটা পথ এলুম কেন?
যা আমি চেয়েছিলুম, যা আরও বেশি করে পাব বলে
এই এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি,
তার সবকিছুই কি পিছনে পড়ে রইল?

১২ ভাদ্র, ১৩৭৭

বয়স-১

আমার জন্যে তোমরা আর বসে থেকো না হে,
বেলা গড়িয়ে গেছে,
তোমরা এবার বেরিয়ে পড়ো।

আমার একটু দেরি হবে।
তোমাদের মতো ঝাড়া-হাত-পা মানুষ তো নই;
কোথাও একটু থিতু হয়ে বসলেই
বুকের মধ্যে অমনি
মস্ত মস্ত ডালপালা গজিয়ে যায়,
পায়ের তলায়
মস্ত মস্ত শেকড়।
হুট্ বলতেই তাই আর এখন বেরিয়ে পড়তে পারি না।

BANGLADARSHAN.COM

তোমরা বেরিয়ে পড়ো হে,
আমার জন্যে আর বসে থেকো না।
আমার দেরি হবে।

১৬ ভাদ্র, ১৩৭৭

হ্যালো দমদম

আমার হাতের মধ্যে টেলিফোন;
আমার পায়ের কাছে খেলা করছে
সূর্যমণি মাছেরা।
পিচ-বাঁধানো সড়কের উপর দিয়ে
নৌকো চালিয়ে আমি
পৃথিবীর তিন-ভাগ জল থেকে এক-ভাগ ডাঙায় যাব।
সেই নৌকোর জন্যে আমি বসে আছি;
আর পাঁচ মিনিট পরপর
ডায়াল ঘুরিয়ে চিৎকার করছি:
হ্যামো দমদম...হ্যালো দমদম...হ্যালো...

আমার মাথার উপরে জ্বলছে নিয়ন-বাতি;
আর আমার গোড়ালির চারপাশে চক্কর মেরে
হাঁটুর কাছে উঠে আসছে
মোহেনজোদড়োর নর্দমা থেকে উপচে-পড়া
নোংরা কালো জলস্রোত।
আমার দেওয়ালে ফুটেছে সাইকেডেলিক ছবি।
সেই ছবির দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতে থাকি যে,
আমার জুঁইলতা এখন
পাঁচ ফুট জলের তলায় ফুল ফোটাচ্ছে।

কিন্তু খুব-বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় আমি পাই না।
আচমকা
আমার মনে পড়ে যায় যে,
দমদম-থানা থেকে একটা রেস্‌ক্যু-বোট আসবে।
সেই প্রতিশ্রুত উদ্ধারের জন্য পুনশ্চ আমি চেঁচাতে থাকি:
হ্যালো দমদম...হ্যালো দমদম...হ্যালো

জল ঠেলে আমি শোবার ঘরে আসি।
জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে আমার মেয়ের গা।

BANGLADARSHAN.COM

তার টেম্পারেচার নিয়ে, জল ঠেলে, আমি আবার
টেলিফোনের কাছে ফিরে যাই।
সেই অবসরে, দরজা খোলা পেয়ে,
রাজ্যের কচুরিপানা ও একটা নেড়িকুত্তা
সাঁতার কেটে
আমার ড্রইংরুমে এসে ঢোকে।

আমি বিস্মিত হই না।
কচুরিপানার ফুলগুলিকে আমি ফ্লাওয়ার-ভাসে সাজিয়ে রাখি,
এবং নেড়িকুত্তাটিকে খুব যত্ন করে আমার
সোফার উপরে বসাই।
তারপর টেলিফোনের মাউথপিসটাকে
তার মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলি,
“যদি বাঁচতে চাস হারামজাদা,
তা হলে আয়, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বল্:
হ্যালো দমদম...হ্যালো দমদম...হ্যালো...”

BANGLADARSHAN.COM

১৮ ভাদ্র, ১৩৭৭

বন্যার কুকুর

সমস্ত কুকুর আজ ক্রমাগত ডেকে যাচ্ছে ঊর্ধ্বে মুখ তুলে।
আজ আর তাদের কোনো খেলা নেই।
বিগত জন্মের কোনো স্বপ্ন দেখে
মধ্যরাতে অকস্মাৎ
জ্যোৎস্না ও ছায়ার পিছু-পিছু
জ্যামুক্ত শরের মতো ছুটে যাওয়া নেই।
আহার মৈথুন নিদ্রা—কিছু নেই।
পাঁচিলে দাঁড়িয়ে
ক্রমাগত ডেকে যাচ্ছে এ-রাস্তার সমস্ত কুকুর।

আমি মধ্যরাতে গিয়ে জানালায় মুখ রেখে দেখি,
খুব সূক্ষ্ম
কুয়াশার মতন মেঘের মধ্যে
চাঁদ জেগে আছে।
নীচে কালো জলস্রোত বয়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

নীচে কালো জলস্রোত
ক্রমে আরও ফুলে ওঠে, ফেঁপে ওঠে।
মাঝে-মাঝে এক-একটা ঢেউয়ের হাত
যেন কোনো জলমগ্ন শয়তানের
রোমশ থাবার মতো পাঁচিলের দিকে ছুটে যায়।
হঠাৎ লাফিয়ে উঠে
সারিবদ্ধ ছায়ামূর্তিগুলির একটিকে
পেড়ে আনে।

ঝুপ করে শব্দ হয়।
জলের ভিতরে একটা আলোড়ন ওঠে।
বুঝতে পারি,
আর-একটা কুকুর চলে গেল।

সমস্ত কুকুর আজ ক্রমাগত ডেকে যাচ্ছে ঊর্ধ্বে মুখ তুলে।
কাকে ওরা ডাকে?
ডাকে কেন?
যেহেতু শুধুই ডেকে যাওয়া ছাড়া এই রাত্রে আর
কিছুই করবার নেই?
আকাশে ভয়ের ম্লান জ্যোৎস্না জেগে আছে,
নীচে কালো জলস্রোত বয়ে যায়।
আমি দেখি, পাঁচিলে দাঁড়িয়ে আছে অস্থিসার
কয়েকটি কুকুর।
ঊর্ধ্বে মুখ তুলে তারা আজ রাত্রে শুধু
ডাকে...শুধু ডাকে...শুধু ডাকে।

মাঝে মাঝে ঝুপ করে শব্দ হয়।

২৬ ভাদ্র, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

মেঘ না-চাইতে

ঘরের বাইরে পা বাড়ালেই
গলাজল।
এখন আর বাইরে-টাইরে যেও না।
ইঁটের ওপরে তক্তাপোশ বসিয়েছ,
তক্তাপোশের ওপরে জলচৌকি।
তার ওপরে বসে-বসে দেখতে থাকো,
মেঘ না-চাইতে জল কীভাবে
চৌকাঠ পেরিয়ে
ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছে গেল।

এবং দ্যাখো, যাবতীয় বেড়া আর পাঁচিলগুলোকে
ডুবিয়ে দিয়ে
রাতারাতি এই জল কীভাবে
তোমার এবং আমার
ঘরদুয়ার খেতখামার
একই লণ্ডের মধ্যে টেনে এনেছে।

BANGLADARSHAN.COM

৩০ ভাদ্র, ১৩৭৭

বয়স-২

“দিনগুলি এখন
নতমুখে
রাত্রির দিকে এগিয়ে যায়।
বেদনা এগিয়ে যায়
বিষাদের দিকে।
গত বছরও
দিন আর রাত্রির এই সন্ধিলগ্নে
আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি
পাঁচটা নক্ষত্র দেখেছিলুম।
এবারে
একটা কম দেখছি।
বয়স আরও এক বছর বাড়ল।”

BANGLADARSHAN.COM

বুড়ো মানুষটি বললেন,
“আমার মুঠোর মধ্যে
ধুলো একদিন সোনা হয়ে গিয়েছিল।
আর, এই দেখুন,
সমস্ত সোনা পিছনে ফেলে
নতমুখে
আমি আবার সেই ধুলোর দিকে চলেছি।”

ভাদ্র, ১৩৭৭

আমি এবং একলা-বকুল

এই, তোরা ওই নদীর ধারে
শ্মশানঘাটে
আমাকে এতক্ষণ
একলা
বসিয়ে রেখেছিলি কেন?
নিজেরা তো বাইরে বসে দিব্যি আড্ডা দিচ্ছিস।
নে, ওঠ্,
যা, তোরা গিয়ে মড়া আগ্‌লা।
আমি চললুম।

মনে-মনে এই কথাটা
কম করেও
পঞ্চাশ বার বললুম।
কার্যত কিন্তু
এখনও সেই ঘাটের ধারেই
বসে আছি।

ও মাঝি, ও মাঝি,
দ্যাখো, আমি বড্ড একলা; ভাই,
তুমি একটু দয়া করলেই এ-পার থেকে এখন
ওই পারেতে যাই।

কোথায় মাঝি!
নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে
রাত্রি হল।
সকালবেলার জোয়ার এখন ভাটা হয়ে
চুপচাপ
ফিরে যাচ্ছে সমুদ্রের টানে।
টুপটাপ
বকুল ঝরছে। আমি একলা। দেখতে পাচ্ছি

BANGLADARSHAN.COM

বকুলও খুব একলা-ফুল।

বকুল, একলা-বকুল, আমরা দু'জনে ঠায় ঝরে যাচ্ছি

কার্যত শ্মশানে।

৬ আশ্বিন, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

বিগত জন্মের স্মৃতি

এক-একটা লোকের মুখে পিস্তল উঁচিয়ে ধরতে ইচ্ছে করে।
বলতে ইচ্ছে হয়:
যা বলেছ, প্রত্যাহার করো।
এক-একটা লোকের মুণ্ড নর্দমার কাদার ভিতরে
ঠেসে ধরে বলবার দরকার ছিল: নত হও।
সন্ধ্যার সময়
এক-একটা লোককে স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণে বলে দেওয়া ভাল
যাও, কোনো উৎপাত কোরো না।

কেমন নিশ্চিন্ত মনে রাজহংস জল থেকে ডাঙার আশ্রয়ে
উঠে আসে;
নির্ভয় ভঙ্গিতে হাটুরিয়া
হাট থেকে অন্ধকার মাঠের ভিতরে নেমে যায়।
রাত্রির হাওয়ায়
বিগত জন্মের গন্ধ ভাসে।

BANGLADARSHAN.COM

এক-একটা লোকের কোনো বিগত জন্মের স্মৃতি নেই।
দুপুরের থেকে তারা সন্ধ্যায় সাঁতার কেটে আসে কেন?
কেন আসে?

৮ আশ্বিন, ১৩৭৭

দ্বিতীয় জন্ম

এ আর কিছুই নয়, দেখতে-দেখতে বড় হয়ে যাওয়া।
গণ্ডির এদিক থেকে পা
ওদিকে বাড়ানো।
এ আর কিছুই নয়, অন্ধকার সমুদ্রে যখন
শিউরে ওঠে গা,
নিজেকে তখনই এক ভিন্নতর অর্থে খুঁজে পাওয়া।

বুকের সমস্ত তন্ত্রী একসঙ্গে বেজে ওঠে—ঝন্‌ন্‌!
তৎক্ষণাৎ ফোটে আলো,
কাটে রাত।
দূর দিগন্তের থেকে তৎক্ষণাৎ
ছুটে আসে হাওয়া।
দৃশ্যপট চোখের সম্মুখে পালটে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

এ আর কিছুই নয়, এক ভাষা ছেড়ে দিয়ে আর-এক ভাষায়
পা রেখে দাঁড়ানো।
এ আর কিছুই নয়, অকস্মাৎ দু' হাত বাড়ানো
অন্য দিকে।
উষালগ্নে দানপত্র লিখে
এ আর কিছুই নয়, দ্বিতীয় জন্মের দিকে যাওয়া।

আশ্বিন, ১৩৭৭

টেল-এন্ডার

বাপু হে,
হাত খুলে এখন খেলে যাও।
যেটা ছাড়বার, ছাড়ো।
যেটা মারবার, মারো।
নিজের মধ্যে সেঁদিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ তো
চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে,
এবারে বেরিয়ে এসো,
আর অত ভয়ডর কোরো না।

মনে রেখো, তুমি টেল্-এন্ডার।
তোমার কাছে কারও কোনো প্রত্যাশা নেই।
শূন্য হাতে প্যাভিলিয়নে ফিরলেও
কেউ তোমাকে গালমন্দ করবে না।
অথচ,
কোনোক্রমে যদি কিছু রান্ তুলতে পারো,
সবাই তা হলে তুমুল হাততালি দেবে।
তবে আর তোমার মারমূর্তি ধরতে বাধা কী।

মাটি পুড়িয়ে, ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে
আগুন।
তুমি শুধু ঠেকিয়েই যাচ্ছ।
ভয় জাগিয়ে, ধাঁধা লাগিয়ে ফুটে উঠছে
হতাশা।
তুমি শুধু দাঁড়িয়েই আছ।
চারপাশ থেকে ক্রমেই ওরা আরও ঘন হয়ে
ঘিরে ধরছে তোমাকে।
তুমি দেখেও দেখছ না।
অথচ তুমি টেল্-এন্ডার।
সবচাইতে কম আস্থাভাজন বলেই
সবচাইতে ভয়ংকর চেহারায় দেখা দিতে যার বাধা নেই।

BANGLADARSHAN.COM

বাপু হে,
এবারে বেরিয়ে এসো।
তোমার ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে
ওত পেতে যারা দাঁড়িয়ে আছে,
যারা প্রায় তোমার গায়ের উপরে এসে
নিশ্বাস ফেলছে,
মারের চোটে তাদের ষড়যন্ত্রকে এবার তছনছ করে দাও।
বাপু হে,
আর অত ভয়ডর কোরো না।
দু’ পা সামনে চলো,
জ্বলজ্বল করে জ্বলো।

১১ আশ্বিন, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

রক্তপাত, পড়ন্ত বেলায়

আজকের মতো খেলা তো প্রায়
খতম হতে চলল।
আর মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকি।
যাও বাছা, মাঠে গিয়ে
এই পাঁচটা মিনিট তুমি কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে থাকো।

চেয়ে দ্যাখো,
আলো পড়ে এসেছে।
চেয়ে দ্যাখো,
ওদের বোলারদের চোখ
লোভে চকচক করছে।
মনে হচ্ছে,
ওদের তেষ্টা এখনও মেটেনি।
মনে হচ্ছে,
এই শেষবেলায় ওরা অন্তত আর-একবার
রক্ত না-দেখে ছাড়বে না।

বলো, আমার নামজাদা ব্যাটস্‌ম্যানদের
কাউকেই কি এখন আমি
মাঠে পাঠাতে পারি?
আজকের মতো তারা বেঁচেবর্তে থাক।
সকাল হোক,
রোদ্দুর উঠুক,
তখন তারা খেলা দেখাবে।

তুমি যাও।
তুমি গিয়ে ওদের তেষ্টা মেটাও।
তুমি আমার এগারো-নম্বর খেলোয়াড়;
কিন্তু প্রোমোশন দিয়ে তোমাকে আমি
তিন-নম্বরে তুলে আনলুম।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার স্বার্থে নয়,
দলের স্বার্থে।

বাছা, তুমি ধরেই নাও যে, এই পড়ন্ত বেলায়
দলের স্বার্থে তোমাকে আমরা
খুন হতে পাঠাচ্ছি।

১৮ আশ্বিন, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

আজ বিকেলে

মাঝেমাঝেই বুকের মধ্যে ঝন্‌কে ওঠে
এখন এই পড়ন্ত বেলায়।
জানলাতে মুখ রেখে দেখি, দূরে কাছে
আকাশ জুড়ে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে,
মন বসে না কোনো কাজে, কোনো খেলায়।
মাঝেমাঝেই বুকের মধ্যে ঝন্‌কে ওঠে
এখন এই পড়ন্ত বেলায়।

বুঝি না ঠিক কিসের জন্যে এতটা পথ
এমন করে ছুটে এলাম।
বুঝি না ঠিক কার বিরুদ্ধে এত যুঝি,
এই ধুলো-জঞ্জালের মধ্যে কাকে খুঁজি,
উড়িয়ে দিয়ে সকল পুঁজি কাকে পেলাম।
প্রশ্ন জাগে, কিসের জন্যে এতটা পথ
এমন করে ছুটে এলাম।

BANGLADARSHAN.COM

চিত্তে আমার অনিচ্ছা, হৃৎপিণ্ডে আমার
বিপন্নতা ঝন্‌কে ওঠে।
সকল পথে ছড়িয়ে আছে কাচের গুঁড়ো,
ভেঙে পড়ছে সমস্ত মন্দিরের চুড়ো,
রক্ত ঝরছে সমস্ত মৌমাছির ঠোঁটে।
চিত্তে আমার অনিচ্ছা, হৃৎপিণ্ডে আমার
বিপন্নতা ঝন্‌কে ওঠে।

অথচ সেই আগের মতোই ফুটথে শিউলি,
আগের মতোই বাতাস ছুটছে।
তবে কেন এই মাটি-জল আমার কি না
স্পষ্ট করে বুঝে নিতে আর পারি না,
তবে কেন হাজার প্রশ্ন জেগে উঠছে?

আগের মতোই ফুটছে যখন শান্ত শিউলি,
আগের মতোই বাতাস ছুটছে?

মাঝেমাঝেই বুকের মধ্যে ঝন্‌কে ওঠে
এখন এই পড়ন্ত বেলায়।
দিনের দীপ্তি মিলিয়ে যাবার খানিক আগে
বন্ধুদেরও মুখ দেখে আজ ধাঁধা লাগে,
মন বসে না কোনো কাজে, কোনো খেলায়।
বুকের মধ্যে বিষণ্ণতা ঝন্‌কে ওঠে
এখন এই পড়ন্ত বেলায়।

২১ কার্ত্তিক, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

গোলাপ-যাত্রা

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বলি,
এই হয়তো শেষবার তোমার ধুলো উড়িয়ে
হেঁটে গেলুম,
আমাকে ভুলে যেও না।
আগুনে হাত রেখে জ্বলতে জ্বলতে বলি,
এই হয়তো আমার শেষ প্রার্থনা, হে পাবক,
আমাকে মনে রেখো।

সাত-নম্বর বেডের সেই ছেলেটাকে আজ মনে পড়ছে।
তার ফুসফুস যখন
কিছুতেই আর
বাতাস পাচ্ছিল না,
তখন আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম।
বলেছিলুম,
ভাই, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও,
আমি তোমাকে সারা জীবন মনে রাখব।

কিন্তু সারা জীবন বলতে আজ আর
দৃষ্টি আমার
যোজন-যোজন ধাবিত হয় না;
দিগন্ত আজ
চোখের নেহাত সামনে এসে ঠেকেছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি,
সংকীর্ণ সেই পরিধির মধ্যেই
লাখো-লাখো গোলাপফুলের মেলা বসেছে,
তাদের কারও বয়েস চোদ্দ, কারও উনিশ, কারও তেইশ।
আমি বুঝতে পারছি,
তাদের মিছিলের মধ্যে অলক্ষ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যু।
বৃন্ত থেকে যে-কোনো মুহূর্তে তারা ঝরে পড়তে পারে।

আমি আমার ঘর থেকে উঠোনে নেমে এসে বলি,
ভাই,
টাটকা এক মুঠো বাতাস আনতে
দিগন্তের ওই দেওয়াল ভাঙতে এখন আমি যাত্রা করব;
যাতে তোমরা মৃত্যুর নিশ্বাসে ঝরে না পড়ো,
কিন্তু অনন্ত জীবন পাও।
এই আমি আমার ঘরের চাবি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলুম,
আমাকে তোমরা মনে রেখো।

৭ ফাল্গুন, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

অন্য যন্ত্রণার দিকে

এক যন্ত্রণা থেকে তোমাকে আমি উদ্ধার করেছি।
এখন এসো,
আর-এক যন্ত্রণার দিকে হাঁটি।
এক রাত্রির অবসান হয়েছে। এখন
যাত্রা করি
আর-এক রাত্রির দিকে।
একটা পরিচ্ছেদ আমাদের পিছনে পড়ে রইল।
থাক্।
পোড়া কাঠ আর ভাঙা কলসির দিকে
ফিরে তাকাবার নিয়ম নেই।
চলো,
আর-এক পরিচ্ছেদ আমাদের ডাকছে।

২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥